দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

কাল-অকাল

কালপুরুষ

মুরগী চুরি করাই শিয়ালের স্বভাব। মাঠ থেকে, ঘাট থেকে, এমনকি মোড়লের বাড়ীর খোয়াড় ভেংগে মুরগী চুরি করাই তার লক্ষ্য। উদ্দেশ্য আত্মস্বার্থ উদ্ধার। মোড়লের ক্ষতি হোক তাতে শিয়ালের কিছু যায় আসে না।

শিয়ালের এই স্বভাবটির সাথে তুলনা করা যায় দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও উচ্ছৃংখলা সৃষ্টিকারী একশ্রেণীর নেতাদের। শিয়ালের মুরগী চুরির মতই তারাও এ ঘাটে না হয় সে ঘাটে বারবার হামলা করে থাকে। তাদেরও লক্ষ্য শিয়ালের মতই আত্মস্বার্থ উদ্ধার করা।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতেও তা-ই ঘটছে। দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস চলে আসছে। মারপিট, খুনখারাবি সেখানকার গা-সহা ঘটনা। পড়া-লেখা বন্ধ, পরীক্ষা হয় না। হয় শুধু অস্ত্র তৈরী এবং কোটাকুটি আর ফাটাফাটি। কর্তৃপক্ষ ফেল, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ফেল— ফেল সমস্ত অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় তালা। ছাত্রাবাসগুলো খালি। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মহল এখন দীর্ঘ অবসর ভোগ করছেন আর গা-গতর বানাচ্ছেন।

তবুও দাবী উঠেছে বৃহৎসংখ্যক ছাত্র এবং সমগ্র অভিভাবকদের পক্ষ থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হোক। পড়া-লেখার অনেক ক্ষতি হয়েছে আর নয়। এই দাবী'র পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও উঠেপড়ে লেগেছেন, কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের তালা তারা জং ধরার আগেই খুলে দিতে চান। শলাপরামর্শ হচ্ছে ভিসি আর সিণ্ডিকেটের মধ্যে অবশেষে তারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের সঙ্গেও বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং কি কি শর্তে, কিভাবে তালা খোলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের, তা নিয়ে আলাপও করেছেন তার সঙ্গে। মোটামুটি ভরসা করা যাচ্ছে যে, শীঘ্রই একটা আনুমানিক তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বোঝাই যাচ্ছে যে, আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে গরম লোহা কিছুটা ঠাণ্ডা হতে যাচ্ছে। এতে সন্ত্রাসের নেতাদের সন্ত্রাসের বর্তমান ক্ষেত্রটি থেকে একটু সরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে তাদের তেমন কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কারণ, শিয়ালের দাঁতে মুরগীর গোশতের একই স্বাদ— সে মুরগী মাঠ-ঘাটেরই হোক কিংবা মোড়লের খোয়াড়েরই হোক। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে, খুলুক, শিয়ালের মুরগী ধরা আগের মতোই চলছে। স্থানটা শুধু পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসের স্থানটা পরিবর্তিত হয়ে প্রথম ধাক্কাতেই গিয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই তবুও গিয়েছে। কারণ, সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিতে হবে, এই লক্ষ্যে। তারপর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। সন্ত্রাসের প্রথম ধাক্কাতেই মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'সন্ধানী'র বারটা বাজানো হয়েছে। দিন কয়েক তালাও ঝুলেছে হাসপাতালের দরজায়। রোগীদের অপূরণীয় কষ্ট হয়েছে। তা' হোক না কেন, সন্ত্রাসবাদীদের তাতে কি আসে যায়। রোগ তো তাদের হয়নি। সন্ধানীও তাদের প্রতিষ্ঠান নয়। অতএব মুরগী চাই—মুরগী।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, কলেজ হাসপাতালের রোগী, ডাক্তার আর ছাত্র-ছাত্রীরা। সুতরাং কলেজের ৪৬ জন ডাক্তার, কলেজ ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী বহিরাগতদের প্রতিহত করার জন্য এবং সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাপ্রবাহের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার মাধ্যমে শিক্ষার ও সেবার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সকল মহলের প্রতি আহবান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তারা আরো বলেছেন, ঐ ঘটনার পর থেকে হাসপাতাল, কলেজ ও হোস্টেল এলাকায় বহিরাগত সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি এখনো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না।

না, সন্ত্রাস শুধু এখানেই সীমিত নেই। আইডব্লিউটিএ'র টার্মিনাল থেকে লঞ্চে উঠে সন্ত্রাস এখন বরিশালে পৌঁছে গেছে এবং দুইদল ছাত্রের এক সংঘর্ষের ফলে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অবিলম্বে ছাত্রাবাস খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব সন্ত্রাস এখন বরিশালেও। কুমিল্লা শহরও ছাত্র-সন্ত্রাস থেকে মুক্ত নয়। শুধুমাত্র ক্ষেত্র পরিবর্তন করে সন্ত্রাস এখন দেশের সর্বত্র মেডিক্যাল কলেজগুলোতে হামলা করে চলেছে। ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে মাইগ্রেশন আন্দোলনের জের হিসেবে ময়মনসিংহ শহরের একদল যুবক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ শাখার জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কর্মীদের উপর হামলা করে। ফলে ঐ কলেজের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুর রশীদ লিটন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এখনো কলেজ ও হোস্টেলগুলোতে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই হামলার প্রতিবাদে, চিরাচরিত ধারামতে, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং সকল ছাত্র-ছাত্রী তাদের ওয়ার্ড এবং ক্লাস বর্জন করে। তারা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বহিরাগতদের চিহ্নিত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের দাবী জানায়।

অন্যদিকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সন্ধানী, মেডিসিন ক্লাব ও রোটারেক্ট ক্লাব তাদের সমাজসেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে রোগীদের অমানবিক কষ্ট হচ্ছে।

আমাদের প্রশ্ন, ব্যাপারটা ঘটছে কি? সন্ত্রাস, অনিয়ম ও উচ্ছৃংখলা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে— কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেখানে যে কারণেই হোক, সন্ত্রাস একটু স্তিমিত হতে না হতেই তা' ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সন্ত্রাস সন্ত্রাসই থাকছে। শুধু ক্ষেত্র পরিবর্তিত হচ্ছে মাত্র। ফলে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা আইন-শৃংখলা রক্ষা কর্তৃপক্ষের কেউই দম ফেলার অবকাশ পাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট মহলসমূহ কি মনে করছেন জানি না তবে চিন্তাশীল মহল এটাকে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে মত প্রকাশ করছেন। তা না হলে, এক প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস দমনের ব্যবস্থা গৃহীত হলে একই সময়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে তা' শুরু হয় কেমন করে? আমরা এই বিষয়টি'র প্রতি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অস্ত্র ও সন্ত্রাস মুক্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার জন্য ভিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে তারা চ্যান্সেলরের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন ও সমস্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ চ্যান্সেলরকে অবহিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, সুচিন্তিতঃ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি না হয় শান্ত হলো, পড়াশুনা এবং পরীক্ষা প্রভৃতি শুরু হলো কিন্তু সারা দেশের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালসমূহে নতুন করে যে সন্ত্রাস শুরু হলো তা'র কি হবে? হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের সন্ত্রাস ও উচ্ছৃংখলতাকে কি এড়িয়ে যাওয়া চলবে? এর জন্যও কি কোন প্রতিবিধানের প্রয়োজন নেই?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসুক, ভার্সিটিতে লেখাপড়া শুরু হোক, আমাদের ছেলে-মেয়েদের গুনগুনানিতে আবার ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে উঠুক আমরাও তা-ই চাই। কিন্তু কোনক্রমেই নতুন ক্ষেত্রের সন্ত্রাসকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। এখনই সেখানকার শিয়ালদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্যই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। অতএব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার পক্ষে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, আমাদের বিশ্বাস, নতুন নতুন ক্ষেত্রের সন্ত্রাস উৎপাটনের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অবশ্য তার জন্য সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের উর্ধ্বতন মহলকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাব করতে হবে। ঢাকা ভার্সিটির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য ভার্সিটি এবং মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সম্পর্কেও দৃঢ়, হাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হোক এ-ই আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যতই বড় হোক, যারাই করুক না কেন, তাকে সর্বোপায়ে ব্যর্থ করে দিতেই হবে। সময় থাকতে দৃঢ়, হাতে ব্যবস্থা গৃহীত হোক এ-ই আমাদের আন্তরিক কামনা।